Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সামাজিক নিরীক্ষা

স্বাস্থ্যসেবা

সিবিও প্রতিনিধি

সন্দ্বীপ এবং বরগুনার এর পক্ষ হতে

ঢাকাঃ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

ভূমিকা

- বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালায় এসডিজি'র অগ্রাধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে
- যদিও সামগ্রিক বিচারে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের, একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এসডিজির ১৭ টি অভীষ্টের মধ্যে কমপক্ষে ১২ টির (৯, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৭ ব্যতিরেকে) বাস্তবায়নে সমন্বিত কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মকৌশল প্রয়োজন হবে
- বাংলাদেশে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এ সকল সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা সকলেই স্বীকার করে
- উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সিপিডি ও অক্সফাম ইন্ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় "গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ", শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জ্ঞানবর্ধন, সাংগঠনিক এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনসম্প্রদায়ের এসডিজি সংশ্লিষ্ট সেবার চাহিদা এবং রাষ্ট্রের প্রদানকৃত সেবার মাঝে জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

ভূমিকা

- সামাজিক জবাবদিহিতা কৌশলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল জাতীয় এবং স্থানীয় নীতিনির্ধারণ, উন্নয়ন অর্থায়ন, সেবা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাগরিক এবং জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর, সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা
- এছাড়াও, এটি নাগরিক ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ এবং তার প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেবার সুযোগ করে দেয়
- যেহেতু প্রকল্পটি স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত সেবা প্রদান, সরকারি সেবার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঞ্চালিত হবে সেদিকগুলোকে মাথায় রেখে প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বহুল ব্যবহৃত সামাজিক জবাবদিহিতা টুল হিসেবে সামাজিক নিরীক্ষা (social audit) টুলটি নির্বাচন করা হয়েছে
- আলোচ্য এলাকাসমূহে (সন্দ্বীপ, বরগুনা) সামাজিক নিরীক্ষার বিষয় হিসেবে এসডিজি ৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ)-এর আওতায় সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকার ভৌগোলিক বিপন্নতার প্রেক্ষিত (উপকূলীয় অঞ্চল) এবং এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রধান একটি উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করা হয়েছে
  - জরুরী প্রয়োজনে C-section সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা এবং সক্ষমতা সন্দ্বীপে পরিবার পরিকল্পনা অফিসের নেই
  - নবজাতক মৃত্যুর (প্রতি ১,০০০ জন্মের ভিত্তিতে) হারের (২৬.৮%) দিক দিয়ে বরগুনা বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ১৭তম

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

❑সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সিবিও নেতাদের নিয়ে সোশ্যাল অডিট টিম গঠন করা হয়। সোশ্যাল অডিট টিম স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক দিক বিবেচনায় সিবিওদের অংশগ্রহণে চূড়ান্তকৃত প্রশ্নপত্রের উপর সেবা গ্রহনকারী এবং সেবা প্রদানকারী উভয়ের মাঝে মৌখিক সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের একটি সার্বিক পরিসংখ্যান নিচে তুলে ধরা হলঃ

উত্তরদাতা	সন্দ্বীপ	বরগুনা
সেবা গ্রহীতা	**৮৫**	**৭০**
সেবা প্রদানকারী		
সিভিল সার্জন	০	১
উপজেলা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
এএইচআই/এফপিআই	১	১
স্বাস্থ্য সহকারী/স্যামকো	১	২
এফডব্লিউএ	১	২
এফডব্লিউভি	০	২
সিএইচসিপি	১	৪
ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	৪	২
মোট	**১০**	**১৬**
সর্বমোট	**৯৫**	**৮৬**

পর্যবেক্ষণসমূহ

সাধারণ সুযোগ সুবিধা

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানকেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহকৃত ওষুধের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ব্যাপক চাহিদার কারণে পরবর্তী চালান আসার পূর্বেই মজুদ শেষ হয়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে আগত রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ প্রদান করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় ওষুধের সরবরাহও অনেকক্ষেত্রে অপ্রতুল থাকে
  - সন্দ্বীপে গড়ে প্রায় ৩৪% উত্তরদাতা বলেছেন তারা সময়মত ঔষধ পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে **বরগুনায় জরিপকৃত ৬০% সেবাগ্রহীতা** বলেছেন কমিউনিটি ক্লিনিক এবং এফডব্লিউসি থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাওয়া যায় না
- কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি (যেমন ওজন বা রক্তচাপ মাপার মেশিন; তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আপলোডের ল্যাপটপ) অনেকক্ষেত্রেই মানসম্মত না হওয়ার কারণে অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যায় যা পরবর্তীতে পরিষেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়
  - বরগুনায় কমিউনিটি ক্লিনিক ও এফডব্লিউসিতে কর্মরত স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের মতে সরকারিভাবে সরবরাহকৃত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মানসম্মত নয় বা নিম্নমানের। বছরে ১ বার ওজন ও উচ্চতা, ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস মাপা যন্ত্র, হিমোগ্লোবিন ও ইউরিন টেস্ট করার যন্ত্র সরবরাহ করা হয় যা ২/১ মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে রোগীদের প্রয়োজনীয় টেস্ট করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু চাহিদা দেয়ার পরে যন্ত্রপাতি পেতে কমপক্ষে ৬ মাস সময় লেগে যায়

পর্যবেক্ষণসমূহ

জনবল

- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন এবং উপজেলা উভয় পর্যায়েই মানসম্মত, দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি রয়েছে
  - উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সন্দ্বীপে পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ৮৮ জন লোকবল থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে ৩২টি পদ খালি আছে। এছাড়া, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ৭০ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র ৫৭ জন। এছাড়া সন্দ্বীপে জরিপকৃত একটি ক্লিনিকে সন্তান প্রসব করানোর জন্য কোন কর্মী নেই
  - এক্ষেত্রে **বরগুনায় জরিপকৃত ইউনিয়নে প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক স্বাস্থ্য সহকারী আছেন**

ব্যবস্থাপনা

- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক কম সময় ধরে খোলা থাকে। উপরন্তু, ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্লিনিকগুলোতে যথেষ্ট সময় থাকেন না
  - জরিপে দেখা যায় সন্দ্বীপ এবং বরগুনা উভয় স্থানেই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত খোলা থাকার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত খোলা থাকে
  - সন্দ্বীপে সেবাগ্রহীতাদের তথ্যমতে স্বাস্থ্যকর্মীরা গড়ে ৩৪% এর বেশী সময় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে উপস্থিত থাকেন না

ব্যবস্থাপনা

- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে বিনামূল্যে প্রাপ্য বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ অনেকসময়ই জনগণ করে থাকেন
  - সন্দ্বীপে জড়িপকৃত প্রায় ২৬% সেবাগ্রহীতা বলেছেন বিভিন্ন সেবার বিনিময়ে তাদের ৫ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে **বরগুনায় জড়িপকৃত প্রায় ৬০% সেবাগ্রহীতা** বলেছেন ৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ৩ টি তেই ঔষধ পেতে ৫ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়
- স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত বাড়িতে ভিজিট করেন না
  - সন্দ্বীপে জড়িপকৃত প্রায় ৫৩% সেবাগ্রহীতা বলেছেন পরিবার কল্যাণ সহকারী ২/৩ মাসে একবার বাড়িতে ভিজিট করেন যদিও তাদের প্রতিমাসে ভিজিট করার কথা
- কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে গেলে অনেকসময়ই সেবাপ্রার্থীরা সেখানে কর্মরতদের দুর্ব্যবহারের শিকার হন। এতে তারা ভবিষ্যতে সেবা নিতে অনীহা বোধ করেন
  - সন্দ্বীপে জড়িপকৃত প্রায় ২০% সেবাগ্রহীতা স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন
  - বরগুনায় জড়িপকৃত প্রায় ৪০% সেবাগ্রহীতা স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন

মনিটরিং এবং মূল্যায়ন

❑কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের তদারকির ক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে

- জরিপের তথ্যমতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সকল স্তরের কর্মীদের হাজিরা নিশ্চিতের কোন নির্দেশনা না থাকায় পরিবার কল্যাণ কর্মীরা সপ্তাহে একদিন ক্লিনিকে হাজিরা দেয়। পরবর্তী ৫ দিন যে যার মত সাব-ব্লকগুলোতে চলে যাওয়ার কথা থাকলেও সেগুলোতে তারা গেছে কিনা সেটা ফলো-আপ বা মনিটরিং করা হয় না। তাই তারা কাজে যাওয়ার ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ফিল্ডে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন

সচেতনতা

❑সেবাগ্রহীতাদের মাঝে সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবাসমূহ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারনা না থাকায় তারা প্রাপ্য সেবা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়

- সন্দ্বীপে জরিপকৃত প্রায় ১৬% সেবাগ্রহীতা জানেন না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি কি সেবা প্রদান করা হয়
- এছাড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যানকেন্দ্রে যে একটি কৈশোর স্বাস্থ্যসেবা কর্ণার থাকার কথা সে বিষয়ে জরিপকৃত মাত্র ৪% সেবাগ্রহীতা জানেন

সুপারিশসমূহ

সুপারিশসমূহ

১. স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত, দক্ষ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক সেবাদাতার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

- এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে ইতিমধ্যে নিযুক্ত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। একই সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশেষজ্ঞ সেবাদাতাদের ভেতর যারা স্থানীয় তাদের দীর্ঘমেয়াদে নিয়োগদানের বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে
- সকল প্রকার দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা দূর করে শূণ্যপদে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা
- যেসকল এলাকায় নির্দিষ্ট পরিষেবার অভাব রয়েছে (যেমন জরুরী প্রসূতি সেবা) সেখানে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সেবাদান কার্যক্রম চালু করা

২. জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, দ্রব্যাদি ও সরঞ্জাম সংস্থান করা

- কেবলমাত্র পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের মাধ্যমেই পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নিয়োগকৃত সেবাদাতাগণ যাতে প্রদেয় সেবা যথাযথভাবে দিতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উপস্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সরঞ্জামের মানসম্মত, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ বাঞ্ছনীয়
- কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত ওষুধ ও সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বহুল ব্যবহৃত ওষুধের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করতে নিয়মমাফিক সরবরাহের পাশাপাশি চাহিদা ভিত্তিক বিশেষ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাগণ এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন
- কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের মাসওয়ারী চাহিদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা এবং জেলা প্রশাসকের উন্নয়ন কমিটির মাসিক সভায় এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

সুপারিশসমূহ

৩. জেলা এবং উপজেলা পর্যায় থেকে তাদের আওতাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের তদারকির ব্যবস্থা আরো জোরদার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করা

- কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর রিয়েল টাইম মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা যায়
- সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের যথাযথ দায়িত্বপালন নিশ্চিতকল্পে একই রকম পদক্ষেপ নেওয়া যায়। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এক্ষেত্রে সমন্বয়কারীর ভুমিকা পালন করতে পারেন

৪. সেবাগ্রহীতাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যেন তারা নিজেদের প্রাপ্য সেবাটুকু পান

- এক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিও এবং সিবিও সদস্যদেরকে সরকার প্রদত্ত সকল স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদেরকে তা জানাতে হবে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ